OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 95
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 757 - 764
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 757 - 764
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘বঙ্গদর্শন’ : একটি সমীক্ষা

ড. অচিন্তকুমার ব্যানার্জী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: Prof.achinta007@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Pioneering, literary, legendary, Genesis, nationalism, intelligentsia, vernacular, disanglicize, nabaparjay, masterpiece.

Abstract

Bangadarshan was a pioneering Bengali monthly literary magazine founded and edited by the legendary novelist Bankim Chandra Chattopadhyay in April 1872. It is widely regarded as a watershed moment in the history of Bengali literature and the genesis of Indian nationalism.

The primary objective of the journal was to bridge the gap between the Western-educated Bengali intelligentsia and the common masses by creating a high-standard literary platform in the vernacular language. It aimed to ‘disanglicize’ the educated class and foster a distinct Bengali identity.

The magazine served as the primary vehicle for Bankim Chandra’s major novels, including Vishabriksha (The Poison Tree), Krishnakanter Will, and Anandamath. It was in the pages of Bangadarshan that the iconic hymn ‘Vande Mataram’ was first published (1875), which later became the anthem of the Indian independence movement. Beyond fiction, it published scholarly essays on the Puranas, Vedas, science, and sociology, featuring contributors like Haraprasad Shastri and Akshay Chandra Sarkar.

The ‘Naba Parjay’: After a hiatus, the magazine was revived in 1901 by Rabindranath Tagore, who used it to serialize his masterpiece Chokher Bali and promote his own nationalist and educational philosophies.

Discussion

“কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়- বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই-সব বালক-ভুলানো-কথা- কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এতো বৈচিত্র্য।বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো ‘সমাগতো রাজদুন্নতধ্বনিঃ।’ এখন মুষলধারে ভাববর্ষনে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিনী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল।” - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িক পত্রিকার অবদান কী, তা বাঙালি পাঠক মাত্রেই জানেন। গদ্যের সূচনা ও পরিপুষ্টতায় তথা সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের আগে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 95
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 757 - 764
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না। ১৭৮০ সালে জেমস অগাস্টাস হিকি স্থানীয় ইংরেজদের জন্য 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার' নামে দুই পাতার একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস, তার পত্নী ও ইংরেজ বিচারকদের সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশের দরুন এটি দ্রুত বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর বাপটিস্ট মিশনারীদের উদ্যোগে জন ক্লার্ক মার্শম্যান এর সম্পাদনায় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'দিগ্‌দর্শন' ও মে মাসে 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান নাম মাত্রই সম্পাদক ছিলেন। আসলে বাঙালি পন্ডিতরাই 'সমাচারদর্পণ' সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটি ধর্মীয় বিতর্কে না জড়িয়ে খ্রিস্টান মতবাদের প্রতি পক্ষপাত দেখাতো। ওই বছরের মে মাসেই রামমোহন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে শিক্ষক ও সংস্কারক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করেন। সামগ্রিক বিবেচনায় 'বেঙ্গল গেজেট' ছিল বাংলা ভাষায় ও বাঙালি সম্পাদক-প্রকাশকদের পরিচালনায় প্রথম সাময়িক পত্র। শুধু তাই নয় এটি ভারতীয়দের সম্পাদনা- প্রকাশনা - পরিচালনায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র।

এরপরেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২১ সালের ৪-ঠা ডিসেম্বর। এই পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং প্রকাশক ছিলেন তারাচাঁদ দত্ত। মূলত সামাজিক ও হিন্দু ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে উদার মনোভাব নিয়ে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীতে রাজা রামমোহন এর সাথে মত-পার্থক্যে জড়িয়ে পড়ায় পত্রিকাটির সম্পাদনা থেকে সরে আসেন এবং পরবর্তীতে ১৮২২ সালে ৫-ই মে সাপ্তাহিক 'সমাচারচন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'। এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। ১৮৩১ সালে ২৮ জানুয়ারি এটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে চালু হয় এবং আট বছর পর ১৮৩৯ সালে এটি একটি দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। এটিই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।

১৮৩১ সালের ৩১-শে মে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলকাতার চোরাবাগান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাটি। এই পত্রিকার সূত্রপাত সম্পর্কে কেদারনাথ মজুমদার জানিয়েছেন, -

> "হিন্দু কলেজের কিছু কৃতবিদ্য ছাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশীয় ভাষা ব্যবহারে উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মাতৃভাষায় সাহিত্যরচনার সংকল্পের রসিককৃষ্ণ ঘোষের বাগান বাটিতে 'সাহিত্য সমালোচনা সভা' নামে একটি সভা সংগঠিত করেন।"

এর ফলেই 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন ডিরোজিও এবং তার শিষ্য সম্প্রদায়। এই সভায় যেসব প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা হত তা ওই পত্রিকাতে প্রকাশিত হত। এই দলে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ৬ ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সভার নতুন নামকরণ করেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। এই সভার মুখপত্র হিসেবে অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগস্ট। মূলত ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৫১ সালে অক্টোবর মাসে কলকাতায় 'ভার্নাকুলর এডুকেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টায় ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বিলিতি 'পেনি ম্যাগাজিন' এর আদর্শে বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে 'মাসিক পত্র' এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষন ১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর 'সোমপ্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 95
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 757 - 764
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অতঃপর ১৮৭২ সালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ঘটনা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১২-ই এপ্রিল কলকাতার ভবানীপুরের পিপুলপাতি লেনের প্রেস থেকে 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মুদ্রাকর এবং প্রকাশক ছিলেন ব্রজমাধব বসু। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বাংলা সাময়িকপত্র তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পরবর্তী পর্বে ধারাবাহিক গতানুগতিকতাকে ভেঙে এক নব প্রাণস্পন্দে সজ্জিত হয়ে পত্রিকাটি বাঙালি, ভারতীয় তথা বিশ্বসত্তায় উন্মোচিত হয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নবজীবন' পত্রিকায় 'বঙ্গদর্শন' সম্পর্কে বলেছিলেন-

> "বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙালীবাবু শখ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন।"

'বঙ্গদর্শন' ছিল একটি মাসিক সাহিত্যধর্মী পত্রিকা। এতে বাংলা সাহিত্য, প্রবন্ধ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সঙ্গীত, কৃষিতত্ত্ব, সমাজনীতি, ভাষাচর্চা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হত। উনিশ শতকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থগুলিরও সমালোচনামূলক নানা লেখাপত্র 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হত।

'বঙ্গদর্শন' আত্মপ্রকাশের আগেই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। অতঃপর ১৮৫৬ সালে তার 'ললিতা তথা মানস' এর মধ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস। কিশোরী চাঁদ মিত্র'র 'Indian field' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's wife' (১৮৬২), এরপর 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৪) 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নানান লেখা 'সংবাদ প্রভাকর', 'ক্যালকাটা রিভিউ' 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাতে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় বাংলা সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পারেন, একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালিদের কাছে বাংলা ভাষার অবস্থান ও কদর খুবই হীন। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, -

> "বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পন্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌর-কন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাংলা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।"

অনেক শিক্ষিত বাঙালি সে সময় বাংলা ভাষা চর্চা বা বাংলায় সাহিত্য রচনাকে খুব একটা গৌরবের বলে মনে করতেন না। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের এক মাস আগে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 'Morkeryee's Magazine' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশের কারণ হিসেবে বলেছেন-

> "I have myself projected a Bengali magazine with the object of making in the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes."

বঙ্কিমচন্দ্র সরকারি অফিসের একজন উচ্চপদস্থ আমলা ছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করায় খুব স্বাভাবিকভাবেই তাকে প্রশাসনিক কাজের মধ্যেই বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করতে হতো। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি বহরমপুরে বদলি হয়ে চলে আসেন। এখানে বিশিষ্ট বাঙালি ও লেখক হিসেবে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের সংস্পর্শ লাভ করেন। এদের সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যচর্চার জন্য একটি উপযোগী পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন তারই ফলশ্রুতিতে ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আত্ম প্রকাশ। 'বঙ্গদর্শন'-এর পরিকল্পনা, ভাবনা-চিন্তা, পরিচালনা, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেই। এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ও তাগিদের দিক ছিল তিনটি —

প্রথমত - মাতৃভাষার উন্নতি বিধান করা।

দ্বিতীয়ত - বাংলাভাষাকে একটি গ্রহণযোগ্য, সাহিত্য উপযোগী শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা করে তোলা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 95
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 757 - 764
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তৃতীয়ত - সাহিত্যের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করা।

'পত্রসূচনা' অংশে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠককে বলেছেন—

> "আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। ... যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন এই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। ...যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্ধিত হয় আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।"

'বঙ্গদর্শন' চারটি পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের প্রথম বিজ্ঞাপন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'এডুকেশন গেজেট' এবং 'বার্ত্তাবহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময়ে প্রথম তিন বছরে বঙ্গদর্শনের মূল্য ছিল বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা কিন্তু ডাকযোগে নিতে হলে দিতে হত চার টাকা। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চারজন সম্পাদক। প্রথম সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম পর্বে (১৮৭২-১৮৭৬) চার বছরে ৪৮ মাসে বঙ্গদর্শনের মোট ৪৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ তাঁর সময়ে নিয়মিতভাবে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হতো। রয়েল ৮ কেজি ফর্মার ৪৮ পৃষ্ঠার 'বঙ্গদর্শন'-এর ৪৮টি সংখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদনা করেছিলেন। প্রতিটি সংখ্যার আকার ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল একই রকম। প্রতি পৃষ্ঠায় ছিল দুটি কলাম। পৃষ্ঠার চারপাশে ডবল রুল, দুটি কলামের মাঝে সরু একটি লাইন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ করে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশনা বন্ধের পিছনে অবশ্য একাধিক কারণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর বিরোধিতা করে 'হালিসহর' পত্রিকায় প্যারীমোহন একটি গান রচনা করে বলেছেন—

> "বঙ্গদর্শন দর্শনশক্তি চমৎকার
> এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কার?
> ...
> ভুষিমাল গর্দার ভরা
> ভেতরেও ময়লা পোরা
> কাগজ গুলো কেবল ভালো
> Binding পরিপাটি।"

এই ধরনের বিষয়গুলো বঙ্কিমচন্দ্রকে পীড়া দিয়ে থাকতে পারে। এছাড়াও যে যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তার পিছনে কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে- বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। একদিকে প্রশাসনিক কর্মব্যস্ততা অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক নানা সমস্যা ও বয়স বৃদ্ধি জনিত কারণে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এছাড়াও কয়েকটি বড় পত্রিকার 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রতি বিরূপ সমালোচনা, 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখক গোষ্ঠীর উচ্চমূল্যের দক্ষিনা দাবি করা ইত্যাদি কারণগুলি 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে যাবার পিছনে মূল কারণ বলে সাহিত্য গবেষকরা মনে করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে নবীনচন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়িতে গিয়ে তাকে পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। অবশেষে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সঞ্জীবচন্দ্র নিজের 'বঙ্গদর্শন প্রেস' থেকে নিজের সম্পাদনাতেই দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত করেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র অন্তরালে থেকে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করতেন বলে অনেক বঙ্কিম গবেষক মনে করে থাকেন। প্রথম দুই বছর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাতে ভালোভাবেই চলেছিল পত্রিকাটি কিন্তু পরে সঞ্জীবচন্দ্র কর্মসূত্রে তিনি বর্ধমান থেকে যশোরে স্থানান্তরিত হয়ে যাবার পর 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এই সময় ছাপার কালি ও কাগজেরও অবনতি ঘটে। ছাপায় অনেক ভুল ভ্রান্তি থেকে যায়। এছাড়া, সঞ্জীবচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ, কর্মত্যাগ, ঋণগ্রস্থ হওয়া ইত্যাদি নানা কারণে বঙ্গদর্শনের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 95
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 757 - 764
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তৃতীয় পর্যায়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পর্বে বঙ্গদর্শনের মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সময় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদ' প্রবন্ধের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে নিজের স্বত্ত্বাধিকার বলে বঙ্গদর্শনের প্রকাশনা চিরতরে বন্ধ করে দেন।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যা পত্রিকাটিকে এনে দিয়েছিল কিছু অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেমন - 'বঙ্গদর্শন' ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পেশাদারী এবং প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা। এই পত্রিকা কখনোই অন্য কোন সংবাদপত্রের সমালোচনা করেনি। ভাষা, শব্দচয়ন, বিষয় বৈচিত্র্য, মুদ্রণ পরিপাট্য সব দিক থেকেই পত্রিকাটি তার রুচি, নিষ্ঠা ও শালীনতার পরিচয় দিয়েছিল। এই পত্রিকার মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গোষ্ঠী বিভক্ত বাংলার লেখক সম্প্রদায়কে এক ছাতার তলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য ও আদরনীয় করে তুলতে পেরেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, বঙ্গদর্শনের প্রকাশ না ঘটলে সাহিত্যিক বঙ্কিমকে হয়তো আমরা সেভাবে প্রস্ফুটিত হতে দেখতাম না। কেননা বঙ্কিমচন্দ্রের বেশিরভাগ উপন্যাসের প্রকাশ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ' 'রাধারানী' প্রভৃতি উপন্যাসেরও এই বঙ্গদর্শনের পাতায় আত্মপ্রকাশ।

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা, মনন ও মনীষার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকে তাই বাংলা ভাষাচর্চা, সাহিত্য রচনা, দর্শন চর্চা, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রভৃতি বাঙালি মনীষার অনুসন্ধান পেতে হলে এবং বিবর্তনের ইতিহাস জানতে গেলে বঙ্গদর্শনের গুরুত্বকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি থেকে উনিশ শতকের কৃষক সমস্যা, ইংরেজদের অত্যাচার, অপশাসন, কলকাতার বাবু কালচার ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। বাঙ্গালীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে 'বঙ্গদর্শন'। উনিশ শতকে বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি শিক্ষিত বাঙালির যে উন্নাসিক ও হীন মানসিকতা ছিল, 'বঙ্গদর্শন' সেই হীনমন্যতা কাটিয়ে বাংলা ভাষা চর্চাকে গৌরব ও আত্মমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখর', উপন্যাসগুলি বাঙ্গালীদের হতাশা ও হীনমন্যতা কাটিয়ে, তাদের দেশাত্মবোধের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। বিখ্যাত স্বদেশ মূলক গান 'বন্দেমাতরম' বঙ্গদর্শন পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা থেকে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির রুচি, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব, বৌদ্ধিক চিন্তাধারা ও মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রিকাটির সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক মূল্য এখানেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছিলেন, -

> "বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পূর্ণস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে পত্রিকার নাম রাখেন 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'। রবীন্দ্রনাথ তিন বছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বঙ্কিম আদর্শকে মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথ 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'- এ ইতিহাস ভাবনা, সমাজ ভাবনা, স্বদেশ ভাবনা, বিজ্ঞান ভাবনা, অর্থনৈতিক ভাবনা ও সর্বোপরী সাহিত্য ভাবনাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র 'বঙ্গদর্শন'-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়ভার নেননি। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও তার ভাই শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের আগ্রহ ও উৎসাহ কাজ করেছিল এই পত্রিকা প্রকাশের পিছনে।

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' সাময়িক পত্রের বিষয় ভাবনা ও জীবন ভাবনাকে সমাহিত করে নবগঠিত হয়ে নবপ্রানস্পন্দে দোলায়িত হয়ে সাহিত্য ভাবনাকে বৌদ্ধিক সমাজের কাছে তুলে ধরেছে। 'বঙ্গদর্শন' ও 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এর সময়গত ব্যবধান তিন দশক। ফলত এই সময়গত পরিবর্তনে পটভূমিরও পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন গঠন কাঠামো ও আঙ্গিকের। 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এর বিষয় ভাবনার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন ইতিহাস ভাবনা ও সমাজ ভাবনার পরিচয় উঠে এসেছে তেমনই, অপরদিকে বিজ্ঞান ভাবনা ও অর্থনৈতিক চিন্তারও দিশা প্রকট হয়েছে। স্বদেশ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 95
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 757 - 764
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভাবনা, জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য চিন্তা, ভাষাচিন্তা, সাহিত্যের জীবন জিজ্ঞাসার আঙ্গিকও আলোক দৃশ্য হয়েছে। 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। তবে এদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে সাহিত্যচিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তাকে 'সাহিত্যে কর্মযোগী' আখ্যা দিয়ে 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখেছেন-

> "বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।"

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এ বিভিন্ন লেখক তাদের সাহিত্যিক মনের পরিচয় ব্যক্ত করলেও, সাহিত্যের রূপ, আঙ্গিক, তত্ত্ব ও সমালোচনার দিক, সবেতেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃত্ব ফলিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো এখানে সরাসরি সাহিত্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন আবার কখনো বা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনার সূত্র ধরে সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ এনেছেন। আদিত্য ওহদেদারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য—

> "বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যতত্ত্ব গঠিত আলোচনার সূত্রপাত করেন, বঙ্কিমের পর সাহিত্যতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য আলোচনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই পাই।"

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে অগ্নিপত্রটি জ্বালিয়ে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে সেই সাহিত্য যুগের অগ্নিপত্রটি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন সাহিত্যের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যেই। মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

> "বঙ্কিমচন্দ্রই যে নব্য বাংলা সাহিত্যের পত্তন করেছিলেন, ... রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সাধক-মূর্তি দেখেছিলেন, ... বঙ্কিম সাহিত্যে যে ফল-ফুলের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তিনি সেগুলোকে বিকশিত ও পল্লবিত করে তুলেছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ সালে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' থেকে সরে আসার পর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর দীর্ঘ ৪২ বছর অতিক্রান্ত হবার পর ১৩৫৪ সালে শ্রাবণ মাসে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন মোহিতলাল মজুমদার। বঙ্কিমচন্দ্র যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ঠিক একই উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে গুরু রূপে বরণ করে মোহিতলাল মজুমদার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ। 'পত্র সূচনা' প্রথম সংখ্যায় মোহিতলালের বক্তব্যে সেই সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে, -

> "বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র যে উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য এখনও নিরর্থক নহে, বরং এ যুগের ঐ কর্ম্ম-ব্রতকে সফল করিবার জন্য আত্ম-পরীক্ষা ও চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন এই জন্য আরও অধিক যে, বাঙালীর স্বভাব- ধর্ম্ম এমন কি জীবধর্ম্মও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আদৌ সাহিত্যিক; যাঁহারা আরও সাক্ষাৎ-বাস্তবের ক্ষেত্রে জাতির কল্যাণসাধনায় রত হইয়াছেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরাও আমাদের শক্তি অনুসারে সে কল্যাণের আর একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছি, এবং তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকেই গুরুরূপে স্মরণ করিতেছি - তাঁহারই সেই প্রাণদ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আমরা তাঁহারই ব্রত ধারণ করিতেছি - তাই এই পত্রিকারও নাম দিয়াছি 'বঙ্গদর্শন'।"

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন নব্য বাংলা সাহিত্যের ভিত পত্তন করতে, আর মোহিতলাল চেয়েছিলেন সেই ভিতের উপর যে সৌধ নির্মিত হয়েছিল, সেই সৌধের আয়তন বৃদ্ধি করা যদি বর্তমানে অসম্ভব হয়, তবে অন্ততঃ সেই ভিতটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। এ বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদার 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যা 'পত্র সূচনা'তে বলেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 95
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 757 - 764
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়া ছিলেন তদানীন্তন নব্যশিক্ষিত বাঙালীকে সেই শিক্ষার অমৃতফল আস্বাদন করাইতে; তাহা দ্বারা বাঙালীর মনুষ্যত্ব উদ্বোধন করাই ছিল তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র অভিপ্রায়। আমরা আজ এই 'বঙ্গদর্শনে'রই সাহায্যে বাঙালীর সাহিত্য-নীতিকে সঞ্জীবিত করিতে চাই, সাহিত্য-সাধনাকেই মনুষ্যত্ব - সাধনার একটা অঙ্গ বলিয়া তাহার প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চাই। এই শ্রদ্ধায় সবচেয়ে বড় কথা, আমরা সর্ব্ববিষয়ে শ্রদ্ধা হারাইয়াছি।"

১৩৫৯ সালে মোহিতলাল মজুমদারের প্রয়াণের পর ১৩৬১ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। মোহিতলাল মজুমদার যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১৩৬১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'সম্পাদকীয়' অংশে বলেছেন, -

> "প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় মহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও বঙ্গদর্শনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। ... আমরাও ব্যর্থকাম হইতে পারি; তবু মহাদুদ্দেশে চেষ্টায়ও কি বাধা আছে? জানি আমরা ক্ষুদ্র বুদবুদ মাত্র, কিন্তু মহাসাগরের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবীই জানেন বুদবুদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? সেই মা-ই আমাদের একমাত্র ভরসা! বন্দেমাতরম।"

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও 'বঙ্গদর্শন'কে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। এরপর ২০০০ সাল থেকে পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশের বিষয়ে তৎপর হয়ে ওঠেন বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালকেরা। ২০০০ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় অবধি ৫ জন পরিচালক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন সরকারি আনুকূল্যে যে পাঁচজন পরিচালক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন তারা হলেন - শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী, শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীপিনাকেশ সরকার, শ্রীমতি সঙ্গীতা ত্রিপাঠী, শ্রীরতন কুমার নন্দী। বর্তমানে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান নৈহাটি কাঁটালপাড়া বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালনা ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন রতন কুমার নন্দী মহাশয়। রতন কুমার নন্দী মহাশয়ের সঙ্গে বর্তমান 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি আমাকে টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তার মূল্যবান বক্তব্য জানিয়েছেন-

> "বঙ্গদর্শন ২০০০ সাল থেকে কোনো বছরে দুটো আবার কোনো বছরে একটি করে সংখ্যা বেরিয়েছে। আসলে আমাদের টাকা দেয় সরকার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকা পেতে দেরি হয়ে যায় আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে উন্নত মানের লেখা পাওয়া যায় না। ফলত পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে।"

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্কিম সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর চার বছরে ৪৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরও যদি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত না হত তবুও পত্রিকাটি সাহিত্য জগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল তার কোন গুরুত্বের হানি হত না। আমাদের দেশে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা হিসেবে খ্যাতির চরম শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল নানান পত্রিকায় 'বঙ্গদর্শন' সম্পর্কিত বিরূপ সমালোচনা। এইসব সমালোচনা 'বঙ্গদর্শন'-এর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো বলে বিবেচিত হয়েছিল। সেই সময় বৌদ্ধিক সমাজে যারা অধিষ্ঠিত ছিল তারা কিন্তু বাংলা ভাষাকে প্রধান ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। বৌদ্ধিক বাঙালিরা ইংরেজিতে লিখতেই ভালবাসতেন এবং ইংরেজি পড়তেই ভালবাসতেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন, -

> "আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।"

তাই লেখ্য ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল 'বঙ্গদর্শন' এবং বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন আদর্শ পাঠক সমাজ তৈরি করার একটি উদ্দেশ্য ছিল ঠিক একই রকম ভাবে সমালোচনার একটি আদর্শাতীত তৈরি করতে চেয়েছিলেন 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করে। পাঠকের কাছ থেকে 'তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া' বিষয়টি 'বঙ্গদর্শন'-এর ক্ষেত্রে অভিনব। ৩১০ নম্বর পত্রিকা হিসেবে 'বঙ্গদর্শন' পাঠক সমাজের কাছে যে গ্রহণযোগ্যতা, যে যশ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা তা কিন্তু এই বঙ্কিমের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 95
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 757 - 764
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কারণেই সম্ভব হয়েছে। তৎকালীন সময়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর পাঠক সংখ্যা এক হাজার কেউ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' যেহেতু তখনকার পাঠক-দর্শকের কাছে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির জায়গা তৈরি করেছিল সে কারণেই 'বঙ্গদর্শন' দীর্ঘজীবী হোক, বঙ্গদর্শন চলুক এটাই আমাদের কাম্য।

Bibliography:

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)

অরবিন্দ পোদ্দার : বঙ্কিম মানস, বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে বঙ্কিমের চিন্তাধারার বিবর্তন বুঝতে এটি অপরিহার্য

তপন রায়চৌধুরী : Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth-Century Bengal (অধ্যায় : Bankimchandra Chattopadhyay)

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্য কাহিনি ও বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মপদ্ধতি নিয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য খণ্ড), প্রথম প্রকাশ : শুভ নববর্ষ, ১৪২১ পুর্ণমুদ্রণ : শুভ রথযাত্রা, ১৪২৯, এস.বি.এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ও বঙ্গদর্শন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

ভবতোষ দত্ত – 'বঙ্গদর্শন পরম্পরা', প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০০০, বঙ্কিম-ভবন, গবেষণা কেন্দ্র, কাঁটালপাড়া, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা https://www.historyclassrooms.com